১৭-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা " মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বেহদের অটল সন্ন্যাসী হতে হবে, কোনও জিনিসের প্রতি তোমাদের লোভ বৃত্তি থাকা উচিৎ নয়"

প্রশ্নঃ- বাবার শক্তি প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা সব বাচ্চারা সব থেকে ভালো কর্ম কি করো ?

উত্তরঃ- সবচেয়ে ভালো কর্ম বাবার কাছে নিজের সবকিছু অর্থাৎ তন -মন-ধন সহ অর্পণ করা । যখন তুমি সবকিছু অর্পণ করো, বাবা রিটার্নে তোমাদের এত শক্তি দেন, যাতে তোমরা সারা বিশ্বে সুখ শান্তির অটল অখন্ড রাজ্য শাসন করতে পারো ।

প্রশ্নঃ- বাবা বাচ্চাদের কোন্ সেবা শিখিয়েছেন যা কোনো মানুষ শেখাতে পারেনা ?

উত্তরঃ- রুহানী সেবা । তোমরা আত্মাদের বিকার রোগ থেকে রেহাই দিতে জ্ঞানের ইঞ্জেকশন লাগাও । তোমরা হলে রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । মানুষ শারীরিক সেবা করে কিন্তু জ্ঞান ইঞ্জেকশন দিয়ে আত্মাদের জাগ্রত জ্যোতি বানাতে পারেনা । এই অনন্য সেবা একমাত্র বাবা বাচ্চাদের শেখান ।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ- এটা তো বোঝানো হয়েছে যে কোনো মানুষকে ভগবান বলা যায় না । এটা মনুষ্য সৃষ্টি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর হলেন সূক্ষ্ম বতনে । শিববাবা আত্মাদের অবিনাশী বাবা । বিনাশী শরীরের বাবা তো বিনাশীই হবে । এইসব তো সবই তোমরা জানো । জিজ্ঞাসা করা হয় তোমাদের এই বিনাশী শরীরের বাবা কে ? আত্মার বাবা কে ? তোমরা আত্মারা জানো যে তোমাদের নিবাস পরমধামে । এখন তোমাদের দেহ -অভিমানী কে বানিয়েছে । দেহ রচনাকারী । তোমাদের দেহী -অভিমানী কে বানান ? আত্মাদের যিনি অবিনাশী বাবা । অবিনাশী অর্থাৎ যাঁর আদি -মধ্য -অন্ত নেই ! যদি আত্মার এবং পরমাত্মার আদি-মধ্য-অন্ত বলা হয় তবে রাচনা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠবে । তাঁকে বলা হয় অবিনাশী আত্মা, অবিনাশী পরমাত্মা । আত্মার নাম আত্মা । আত্মা অবশ্যই নিজেকে জানে যে আমি আত্মা । আত্মা বলে আমাকে দুঃখী কোরোনা । আমি পাপাত্মা এটা আত্মাই বলে । স্বর্গে কখনও এই ধরণের শব্দ উচ্চারিত হবেনা । এই সময়ই আত্মা পতিত, যে আত্মারা আবার পবিত্র হবে । পতিত আত্মাই পবিত্র আত্মার মহিমা করে । যে মনুষ্য আত্মারা আছে তাদের পুনর্জন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে । এইসব কথা নতুন । বাবা তোমাদের নির্দেশ দেন, উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ করো । প্রথমে তোমরা পূজারী ছিলে, বলতে শিবায় নমঃ । এখন বাবা বলেন, পূজারী রূপে তোমরা বহুবার নুয়েছ । এখন তোমাদের মালিক, পূজ্য বানাই । যাঁরা পূজ্য স্বরূপ তাঁরা কখনো নত হয়না বা নমঃ বলেনা । পূজারী নমঃ অথবা নমস্কার বলে । নমস্কারের অর্থই হলো প্রণত হওয়া অথবা মাথা সামান্য নোয়ানো । বাচ্চারা, তোমাদের অন্য কারও কাছে মাথা নোয়ানোর প্রয়োজন নেই । না লক্ষ্মী -নারায়ণ নমঃ, না বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, না শঙ্কর দেবতায় নমঃ । এই মনোভাব পূজা পদ্ধতিরই অঙ্গ । তোমাদের তো এখন সারা সৃষ্টির মালিক হতে হবে । বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । বলা হয়ে থাকে, তিনি সর্বশক্তিমান, কালেরও কাল, অকালমূর্ত । সৃষ্টির রচিয়তা,জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ । প্রথমে তারা তাঁর অনেক মহিমা করতো, তারপর বলতে শুরু করলো তিনি সর্বব্যাপী, কুকুর বিড়ালের মধ্যে তিনি বিরাজমান । আর এইভাবে সকল মহিমা সমাপ্ত হয়ে যায় । এই সময়ের সব মানুষই পাপ আত্মা, সুতরাং জানোয়ারের আর কি মহিমা হবে ! এই সবই

মানুষের জন্য প্রযোজ্য । আত্মা বলে, আমি আত্মা আর এই আমার শরীর, আত্মা যেমন বিন্দু তেমন পরমপিতা পরমাত্মাও বিন্দু । তিনিও বলেন আমি পাতিতকে পবিত্র বানাতে সাধারণ তনে এসে, ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে সার্ভিস করি । আমি রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । বাচ্চারা, আমি তোমাদেরও রুহানী সেবা শেখাই । অন্য সবাই শেখায় কিভাবে হদের শারীরিক সেবা করতে হয় । তোমাদের রুহানী সেবা । এইজন্যই মহিমা গাওয়া হয় - সদগুরু জ্ঞান অঞ্জন দিয়েছেন, প্রকৃত সদগুরু এক তিনিই । তিনিই অথরিটি । তিনি এসে সব আত্মাদের ইঞ্জেকশন দেন । বিকার ব্যাধি আত্মাদেরই । এই জ্ঞানের ইঞ্জেকশন আর কারও কাছে থাকেনা । আত্মাই পতিত হয়েছে, শরীর নয় যাকে ইঞ্জেকশন লাগাতে হয় । পাঁচ বিকারের কঠিন ব্যাধি ! এইজন্য জ্ঞান সাগর বাবা ব্যতীত ইঞ্জেকশন কারও কাছে থাকেনা । বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন, হে আত্মারা ! তোমরা জাগ্রত জ্যোতি ছিলে, তারপর মায়া তোমাদের ওপর তার ছায়া ফেলেছে । এই ছায়া ফেলতে ফেলতে তোমাদের বুদ্ধিকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে । এটা যুধিষ্ঠির বা ধৃতরাষ্ট্রের বিষয় নয় । এটা রাবণের ব্যাপার । বাবা বলেন, আমি সাধারণ রীতিতে আসি । আমাকে কয়েকে মাত্রই চিনতে পারে । শিবজয়ন্তী, কৃষ্ণজয়ন্তী থেকে আলাদা । পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে কৃষ্ণের সাথে তোমরা তুলনা করতে পরোনা । ইঁনি নিরাকার উঁনি সাকার । বাবা বলেন, আমি নিরাকার, তারা আমার মহিমাও গায় - হে পতিত -পাবন ! এসে এই ভারতকে আবারও সত্যযুগী দৈবী রাজাদের স্থান বানাও । কোনো সময় দৈবী রাজাদের স্থান বিদ্যমান ছিল, এখন আর নেই । এই রাজ্য নতুন করে আবার কে স্থাপন করবেন ? পরমপিতা পরমাত্মাই ব্রহ্মা দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন । এখন পতিত প্রজার ওপর প্রজার শাসন । এর নামই হলো কবরস্থান । মায়া সব নাশ করে দিয়েছে । এখন তোমাদের দেহ সহ দেহ সম্বন্ধীয় সব ভুলে এক আমাকে, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে । জীবিকা নির্বাহের জন্য তোমাদের কর্ম করতে হলেও, তোমরা যতটুকু সময় পাবে আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো । এক তিনিই তোমাদের বিধি বলে দেন । আমাকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করতে পারবে অমৃতবেলায়, কারণ তখন শান্ত, শুদ্ধ সময় । সেই সময় না চোর চুরি করে, না কেউ পাপ করে আর না কেউ বিকারবশ হয় । ঘুমের টাইমে সবকিছু শুরু হয় । সেটাই বলা হয়ে থাকে ঘোর তমোপ্রধান রাত । এখন বাবা বলেন, বাচ্চারা, পাস্ট ইজ পাস্ট । ভক্তিমার্গের খেলা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে যে এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম । এই প্রশ্ন উঠতে পারেনা, সৃষ্টির বৃদ্ধি কিভাবে হবে । বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । যে আত্মারা এখনো ওপরে আছে, তাদের নীচে আসতেই হবে । যখন তাদের সকলেই নীচে নেমে আসবে তখনই শুরু হবে বিনাশ । তারপর নম্বর ক্রমানুসারে সবাইকে ফিরে যেতে হবে । গাইড সবসময় সামনে থাকে, তাই না ! বাবাকে বলা হয় লিবারেটর, পতিত-পাবন । পবিত্র দুনিয়াই স্বর্গ । বাবা ব্যতীত এটা কেউ বানাতে পারে না । এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে তন -মন -ধন দ্বারা ভারতের সেবা করছ । গান্ধীজীও এটা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা' করতে পারেননি । ড্রামার ভবিতব্য সেইরকমই ছিলো, যা এখন পাস্ট হয়ে গেছে । পতিত রাজাদের রাজ্য শেষ হয়ে গেছিলো, সুতরাং,তাদের ঠিকঠিকানা সবই লুপ্ত হয়ে গেছে । তাদের প্রপার্টিরও খোঁজখবর নেই । নিজেরাও বুঝতে পারতো লক্ষ্মী -নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন । কিন্তু তারা এটা জানেনা যে তাঁদের এমন কে বানিয়েছেন । নিশ্চয়ই স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ হয়েছিলো, নয়তো আর কেউ এত বিশাল উত্তরাধিকার দিতে পারেনা । এই বিষয় নিয়ে কোনো শাস্ত্রে উল্লেখ নেই । গীতায় আছে কিন্তু নাম বদলে দিয়েছে । তারা দেখায় কৌরব আর পাণ্ডব উভয়েরই রাজত্ব ছিল । কিন্তু এখানে তাদের কোনো রাজ্য নেই । এখন বাবা আবার স্থাপনা করছেন । তোমরা সব বাচ্চাদের খুশির পারা ওঠা উচিৎ । নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, আমরা ফিরে যাচ্ছি । আমরা সুইট হোমের

আবাসিক । তারা বলে অমুকে ইহলোক পার করে নির্বাণ-এ গেছে অথবা জ্যোতি জ্যোতিতে মিশে গেছে অথবা মোক্ষলাভ করেছে । ভারতবাসীদের স্বর্গ মিষ্টি লাগে, তারা বলে স্বর্গে চলে গেছে । বাবা বোঝান মোক্ষ কেউ পায়না । সকলের সদগতি দাতা এক বাবা, তিনি নিশ্চয়ই সবার জন্য সুখই দেবেন । কেউ নির্বাণধামে বসে থাকবে আর কেউ দুঃখ ভোগ করবে, বাবা এমন সহন করতে পারেননা । বাবা পতিত -পাবন । এক পবিত্র মুক্তিধাম আর দ্বিতীয় পবিত্র জীবনমুক্তি ধাম । তারপর দ্বাপরের পর সবাই পতিত হয় । পাঁচ তত্ব ইত্যাদি সব তমঃপ্রধান হয়ে যায় । এরপরই বাবা এসে সেই সবকিছু পবিত্র বানান । তারপর সেই পবিত্র তত্ব দ্বারা তোমাদের শরীর গোরা অর্থাৎ ফর্সা হয়ে যায় । ন্যাচারাল বিউটি থাকে; ন্যাচারাল আকর্ষণ থাকে । কৃষ্ণতে কত আকর্ষণ ! নামই তো স্বর্গ, তাহলে তোমরা কি আশা করবে ? তারা পরমাত্মার অকালমূর্ত রূপের অনেক মহিমা করে, তারপরে আবার নুড়ি-পাথরের মধ্যেও তাঁকে রাখছে, বলে তিনি সর্বত্র বিরাজমান । বাবাকে কেউ জানেনা, বাবা যখন আসেন তখনই তিনি বোঝাতে পারেন । লৌকিক বাবাও যখন বাচ্চা রচনা করে, তখনই সেই বাচ্চারা তাদের বাবার বায়োগ্রাফি জানতে পারে । বাবা বাচ্চাদের না বললে তারা তাদের বাবার বায়োগ্রাফি জানবে কিভাবে ! এখন বাবা বলেন, লক্ষ্মী -নারায়ণকে বরণ করতে চাইলে মেহনত করতে হবে । লক্ষ্য অনেক উঁচু কিন্তু আমদানিও প্রচুর । সত্যযুগে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো । পবিত্র রাজস্থান ছিলো, যা এখন অপবিত্র হয়ে গেছে । সবাই বিকারগ্রস্ত । এটা এখন আসুরিক দুনিয়া যেখানে অনেক করাপশন । রাজ্য শাসন করতে তোমাদের শক্তি প্রয়োজন । লোকের তো ঈশ্বরীয় শক্তি নেই । এটা প্রজার ওপরে প্রজার শাসন, যারা দান পুণ্য ভালো কর্ম করে তাদের রাজ পরিবারে জন্ম হয় । সেই কর্মের শক্তি থাকে । তোমরা এখন অনেক শ্রেষ্ঠ কর্ম করছো । তোমরা তন -মন -ধন সবকিছু শিববাবার কাছে অর্পণ করেছ, তো শিববাবাকেও বাচ্চাদের সামনে সবকিছু অর্পণ করতে হয় । তোমরা তাঁর থেকে শক্তি ধারণ করে সুখ শান্তির অখন্ড অটল রাজ্য শাসন করো । প্রজাদের কোনও শক্তি নেই । এমন বলবে না যে এটা ছিলো, কারণ কেউ কেউ ধন দান করেছিলো বলেই সে এম .এল .এ . হয়েছিল । ধন দান করলে সে ধনবান ঘরে জন্ম নেবে । এখন কোনো রাজত্ব নেই । বাবা এখন তোমাদের কত শক্তি দেন ! তোমরা বলো, আমরা নারায়ণকে বরণ করবো । আমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি । এইসবই নতুন বিষয় । নারদের কাহিনী এই সময়ের । রামায়ণ ইত্যাদিও এই সময়ের । সত্যযুগ ত্রেতায় কোনো শাস্ত্র হয়না । সব শাস্ত্র বর্তমান সময়ের সাথে জড়িয়ে আছে । যদি তোমরা ঝাড়ের দিকে দেখ তো দেখবে মঠ, পন্থ সব পরে আসে । মুখ্য হলো ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ ...ব্রাহ্মণদের শিখা প্রসিদ্ধ, ব্রাহ্মণ বর্ণ সবচেয়ে উঁচু যার কোনো বর্ণনা শাস্ত্রে নেই । বিষ্ণুর বিভিন্ন রূপের মধ্য থেকেও ব্রাহ্মণদের বাদ দেওয়া হয়েছে । ড্রামায় এইসব কিছুই ফিক্সড আছে । দুনিয়ার লোকেরা এটা জানেনা যে তারা ভক্তি করেই নীচে নেমে এসেছে । তারা বলে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় । তারা তাঁকে ডাকে, দুঃখে স্মরণ করে । সেতো তোমরা নিজেরাই অনুভাবী । সেখানে কোনো দুঃখ নেই, এখানে সবার মধ্যে ক্রোধ, একে অপরের সাথে অপমানজনক আচরণ করে । তোমরা এখন বলোনা শিবায় নমঃ, শিব তো তোমাদের বাবা, তাই না ! বাবা সর্বব্যাপী, তাদের এইরকম বলায় ব্রাদারহুড-এর ধারণা লুপ্ত হয়ে যায় । ভারতে তারা ভালো কথা তো খুব বলে - হিন্দু চীনা ভাই- ভাই, চীনা মুসলিম ভাই -ভাই । সবাই তো ভাই -ভাই, সবাই এক বাবার বাচ্চা । এই সময় তোমরা বুঝতে পারছ, তোমরা সবাই এক বাবার বাচ্চা । ব্রাহ্মণদের বংশ তালিকা আবার একবার স্থাপনা হচ্ছে । এই ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দেবী-দেবতা ধর্ম বেরিয়ে আসে । দেবী-দেবতা ধর্ম থেকে ক্ষত্রিয় ধর্ম । ক্ষত্রিয়ের পরে ইসলাম ধর্ম, কারণ এটা তো কুলুজিনামা, তাই না ! এরপরে বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান ধর্ম বেরিয়ে আসে । এইভাবে বৃদ্ধি হতে হতে এত বড় ঝাড় হয়ে

গেছে । এটা বেহদের কুলুজিনামা, অন্য সব হদের । এই ডিটেল বিষয় যারা ধারণ করতে পারেনা, বাবা তাদের জন্য সহজ যুক্তি বলেন - বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো তো স্বর্গে অবশ্যই যাবে । যতই হোক, যদি উঁচু পদ কায়েম করতে চাও তো তার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । তোমরা এটা জানো যে শিববাবাও তোমাদের বোঝান, ইঁনি বাবাও বোঝান । এক তিনিই, আমার এবং তোমাদের বুদ্ধিতে আছেন । যদিও আমরা শাস্ত্রাদি পড়েছি, কিন্তু আমরা জানি এইসব শাস্ত্র থেকে আমরা ভগবানকে পেতে পারিনা । বাবা বোঝান, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, শিববাবা এবং তাঁর উত্তরাধিকার স্মরণ করতে থাকো । তোমাদের বাবার মহিমা করা উচিৎ এইভাবে - বাবা তুমি কত মিষ্টি, এসবই তোমার চমৎকার ! তোমরা বাচ্চারা ঈশ্বরীয় লটারী জিতেছ । এখন জ্ঞান আর যোগের মেহনত করতে হবে । এতে জবরদস্ত প্রাইজ পাওয়া যায়, সুতরাং পুরুষার্থ তো করতে হবে ! আচ্ছা !

মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) অমৃতবেলার শুদ্ধ এবং শান্ত সময়ে উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেহ সহ সব কিছু ভুলে যাওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

২) যা অতীত তা' অতীত এই মনোভাবে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র করার কার্যে বাবাকে সহযোগ দাও । ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবায় তোমার তন মন ধন সহ কর্মশীল হও ।

বরদানঃ - নিজের আদি এবং অন্ত স্বরূপকে সামনে রেখে খুশি এবং নেশায় থেকে স্মৃতিস্বরূপ ভব

যেমন আদি দেব ব্রহ্মা এবং আদি আত্মা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিয়েও তাঁদের একসাথে দেখানো হয় । এইভাবে তোমরা সবাই নিজের ব্রাহ্মণ স্বরূপ এবং দেবতা স্বরূপ উভয়ই সামনে রেখে দেখ যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমরা কতটা শ্রেষ্ঠ আত্মা ছিলে । অর্ধকল্প তোমরা রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করেছিলে এবং অর্ধকল্প মাননীয়, পূজনীয় শ্রেষ্ঠ হয়েছ । সুতরাং, এই নেশা আর খুশিতে থাকলে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যাদের কাছে বিপুল ধন আছে, তাদের সম্পন্নতার অনুভূতি হয় ।